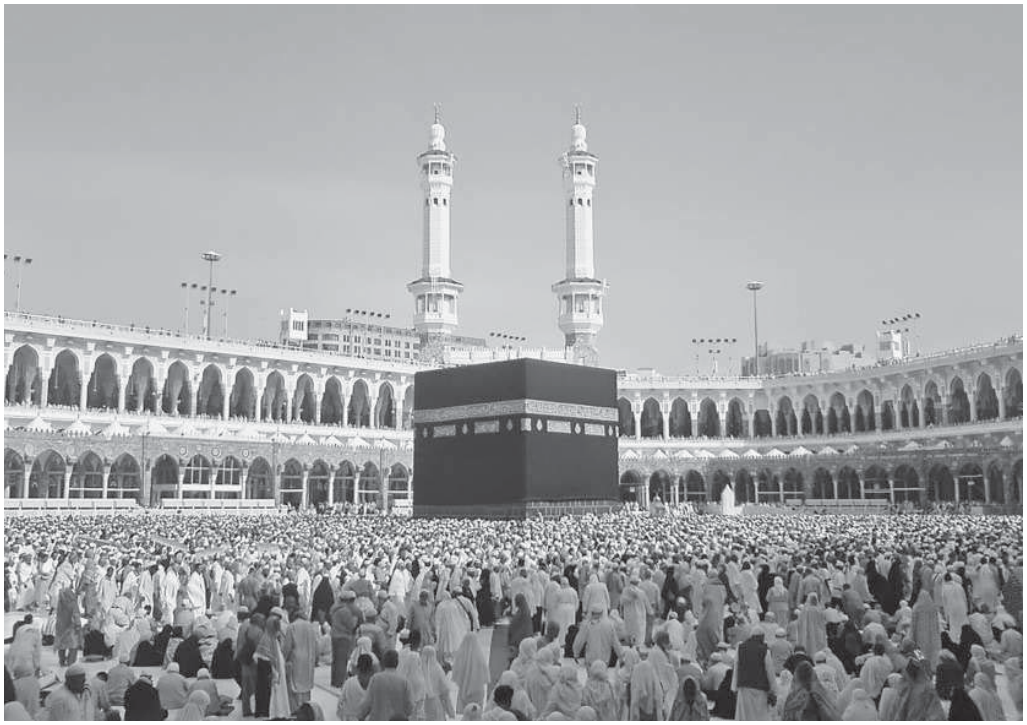

এমন খুব কমই দেখা যাবে, যে-ব্যক্তি হজ্ব থেকে ফিরে এসে আল্লাহ প্রেমিক হয়েছেন, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।

প্রেমময় হজ্বের সন্ধানে

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামী ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র ঘর 'বায়তুল্লাহ' এবং বিশ্ব নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে। আল্লাহ্ পাকের সাথে প্রেমময় এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির নামই মূলত হজ্ব। মহান রাব্বুল আলামিনকে ভালবাসার উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জিলহজ্ব মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কাবা এবং কয়েকটি বিশেষ স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী জিয়ারত, তাওয়াফ, অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়।

পবিত্র কুরআনে এই ইবাদত সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ রয়েছে- 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা সেসব লোকের জন্য ফরজ, যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ জগৎসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষি নন' (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)।

হজ্বের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্বব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে, সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্ব থেকে ফিরে এলো' (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতিবছরই হজ্ব সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্ব পালন করে আসলেই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, এমন এক অদ্ভুত মনমানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। অথচ দেখা যায়, হজ্ব থেকে ফিরে এসে পূর্বের স্বভাবেরই বহির্প্রকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হজ্ব করার সামর্থ দান করেছেন, হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য তাদের কেবল এটাই হওয়া চাই যে, আল্লাহ্‌কে লাভ করা এবং তার সাথে গভীর প্রেমের এক সম্পর্ক যেন তৈরী হয় আর পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মোমেন-মুত্তাকী হয়ে যেন বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারে। যদি এমনটি হয় যে, হজ্ব থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকে, তাহলে তার হজ্ব করা আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্‌র সাথে যদি প্রেমময় এক সম্পর্কই সৃষ্টি না হয়, তাহলে এই হজ্ব বৃথা। যারা হজ্বে যান, তাদের মাঝে এমন ক'জন আছেন যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতেই তাদের এই পথ চলা?

এমন লোকদের খুব কমই দেখা যাবে, যে-ব্যক্তি হজ্ব থেকে ফিরে এসে আল্লাহ প্রেমিক হয়েছেন, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। প্রত্যেক হাজীদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমি কি আল্লাহ্ প্রেমিক হতে পেরেছি? আমার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক তৈরী হয়, তাহলেই আমাদের হজ্ব খোদার দরবারে গৃহিত হবে। কারো হৃদয়ে যদি হজ্ব করার বাসনা থাকে আর সে অনুযায়ী আল্লাহ্ পাকের সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাহলে বায়তুল্লাহ্‌য় উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে হজ্বের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক রাখেন। আমি হজ্বে যাব আল্লাহর ভালবাসায় আর তারই বান্দা আমার প্রতিবেশি না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে, এটাকে কি আল্লাহ্ পাক

মেনে নিবেন?

মহানবী (সা.) একবার বায়তুল্লাহর জিয়ারত না করেও আল্লাহ্ তার হজ্ব কবুল করেছিলেন। ঘটনাটি এমন– হিজরতের ষষ্ঠ বছরে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে যেখানে তিনি (সা.) দেখেছিলেন, তিনি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করছেন এর ফলে মহানবী (সা.) হজ্বের উদ্দেশ্যে পনেরশত সাহাবীকে নিয়ে মদিনা হতে মক্কার দিকে রওয়ানা হোন এবং মদিনা হতে ছয় মাইল দূরবর্তী মক্কার পথের প্রথম ধাপে জুল হালিফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন এবং মহানবী (সা.) সকলকে হজ্বের পোষাক পড়তে নির্দেশ দিলেন এবং উচ্চস্বরে তালবিয়া অর্থাৎ 'আমি হাজির', 'প্রভু আমি হাজির', পড়তে লাগলেন। হজ্বের সব প্রস্তুতি থাকা সত্বেও ক্বোরইশরা মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের হজ্ব করতে দিলেন না। মহানবী (সা.) সেবছর হজ্বে না গিয়েও তার সঙ্গীদেরকে হজ্বের উদ্দেশ্যে নেয়া কুরবানীর পশুগুলোকে হুদায়বিয়ার ময়দানেই জবেহ্ করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের মস্তকের কেশ মুন্ডন করতে এবং মদিনায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নিজেও কুরবানীর পশু জবেহ্ করলেন।

মহানবী (সা.)-এর এই হজ্বকে আল্লাহ্ পাক কবুল করেছিলেন এবং তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তার রাসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে পূর্ণ করে দেখালেন। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা তোমাদের মাথা কামানো ও চুল ছাটানো অবস্থায় অবশ্যই নিরাপদে ও নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। আর এছাড়া তিনি আরো একটি আসন্ন বিজয় তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন' (সুরা ফাতাহ: ২৮)। সে বছর হজ্ব না করেও মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নকে আল্লাহ্ পাক পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ তার হজ্ব গ্রহণ করেছেন এছাড়া পরের বছরই তিনি সাহাবীদের নিয়ে হজ্ব পালন করেছিলেন।

তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ মানুষের হৃদয় দেখে থাকেন, কে কোন নিয়তে হজ্ব করতে আসেন, তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। কারো ইচ্ছা যদি থাকে হজ্ব করার, আর সে মানবতার সেবায় সব বিলিয়ে দেয়, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক হজ্বের প্রতিদান দিতে পারেন। তাযকেরাতুল আউলিয়াতে একজন আল্লাহ্-প্রেমিকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার কারো হজ্ব গ্রহণ হয়নি, কেবল একজনের হজ্ব আল্লাহ্র দরবারে গৃহিত হয়েছিল, যে ব্যক্তির হজ্ব গ্রহণ করা হয়েছিল, তিনি হজ্বের সব প্রস্তুতি নেয়া সত্তেও হজ্বে যেতে পারেননি, তার হৃদয়ে যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন, তাই তার মাধ্যমেই সে বছরের হজ্ব পূর্ণ হয়।

যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০১২ সালের ঈদুল আযহার খুতবার একাংশে বলেছিলেন 'লোক দেখানো হজ্বেও যাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কার হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে আর কারটা নয়। হজ্ব পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যে আহমদীদের হৃদয়ে হজ্ব করার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে আর হজ্ব করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা, যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্বে চলে যায়।'?

অনেকে এমনও রয়েছেন যারা একাধিকবার হজ্ব করেন আর কয়েকবার হজ্ব করা সত্ত্বেও তার মাঝে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, যেমন পূর্বে ছিল তেমনি থেকে যায়। খোদার দরবারে গিয়ে খোদার প্রেমিকই যদি না হওয়া যায়, তাহলে এমন হজ্বের কি কোন মূল্য আছে? এছাড়া হজ্ব সম্পর্ণ করে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনই যদি না আসে তাহলে এ হজ্ব বৃথা। আমার পাশের ঘরের মানুষ না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে আর আমি হজ্ব করতে যাব, আল্লাহর দরবারে এ ধরণের হজ্বকারীর কোন মূল্য নেই । এছাড়া যারা একবার হজ্ব করেছেন, তারা ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে হজ্ব পালন করার সুযোগ করে দিতে পারেন, যার ফলে দু'জনেই পূণ্য লাভ করতে পারেন। আপনার অর্থ দিয়ে আরেক জনকেও সুযোগ করে দিন না আল্লাহ্র সাথে প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তোলার। ইতোমধ্যে আমাদের দেশ থেকে হজ্বে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে, তাই যারা হজ্বে যাচ্ছেন, তাদের মাথায় একটাই চিন্তা থাকা চাই, কিভাবে আমি আল্লাহ্র সাথে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হবো আর ফিরে এসে যেন মানবপ্রেমী হতে পারেন এই দোয়াই আল্লাহ্ পাকের কাছে করবেন।

যারা হজ্বে যাচ্ছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে সঠিক নিয়তে সুন্দর ও সুস্থমতে হজ্ব পালন করার তৌফিক দান করুন এবং সবার হজ্ব হউক কেবলমাত্র প্রেমময় আল্লাহ্কে লাভ করার হজ্ব, আমীন।

masumon83@yahoo.com

প্রকাশিত হয়েছে

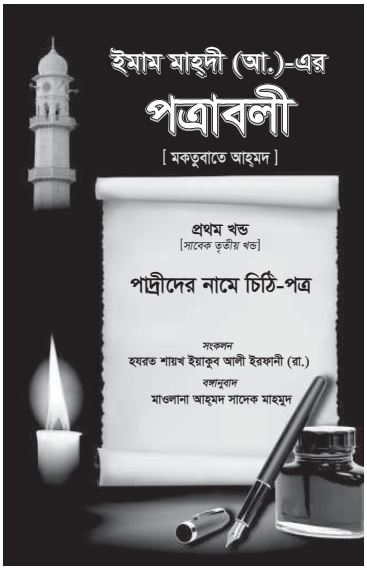

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।